



222736 - নজি পতিার জন্য কোন নারীর অধিক দুঃখ করা কি ধরৈয়রে পরপিন্থী

প্রশ্ন

আমার বাবা ৩ মাস আগে মারা গছেন। আমি তাকে খুব মসি করি। অনেকে গুলটপালট পরিস্থিতি মোকাবলি করতে হচ্ছে। কখনও কখনও আমি প্রচণ্ড ভাবাক্রান্ত হই। যেনে তিনি গতকাল মারা গছেন। কখনও কখনও জীবনরে প্রতি কোন আগ্রহ অনুভব করিনি। কখনও কখনও শান্ত থাকি; কোনে কিছুই অনুভব করিনি...। আমি যতটুকু ইসলামী জ্ঞান অর্জন করছি তা চলনসই। আমি অনেকে দ্বীনি বইপুস্তক পড়ছি। বিভিন্ন দ্বীনি দারস ও আলোচনাতে হাযরি হই। আমি সবররে অর্থ ও সওয়াব জানি। আমার বাবার জন্য অনেকে দোয়া করি। আমি অনেকে সময় মনে মনে বলি, ঘুমরে আগে বলি: ইয়া রব্ব! আমি আপনার নির্ধারণরে প্রতি সন্তুষ্ট। আপনি দাতা। আপনি বঞ্চিতকারী। আপনার সদিধানতই চূড়ান্ত। আমি যা জানি, আর যা জানি না উভয় ক্ষেত্রে আমাকে ক্ষমা করে দনি। তদুপরি আমি নিজরে বিষয়টি নিয়ে পরেশোনতি আছি। আমার মনে উদ্রকে হয় যে আমি মুনাফকি। আমি যদি ধরৈয়শীলা হতাম তাহলে এই যন্ত্রণা ও তীব্র কাঠনিষ কভিবে অনুভব করি। আমি যা অনুভব করছি সটো কি ধরৈয়রে স্বরূপরে পরপিন্থী। যদি আমি তাকদীররে প্রতি সন্তুষ্ট না হই তাহলে কভিবে আমি সন্তুষ্টিতে পৌঁছতে পারি..? আমি আল্লাহর السلام (আস-সালাম; শান্তদাতা) নামরে অর্থ পড়ছি। যে আয়াতগুলতে এ নামটি এসছে সে আয়াতগুলো তাদাব্বুর (চিন্তাভাবনা) করছে। আমি আমার বাবার জন্য দোয়া করতে গিয়ে বলি: 'হে আল্লাহ! আপনি আস-সালাম (শান্তদাতা)। শান্তি আপনার পক্ষ থেকেই। আপনি বরকতময়। আপনি সমুন্নত। হে মহান মর্যাদা ও পরপূর্ণ অনুকম্পার অধিকারী! আপনি আমার পতিকে তার কবরে শান্তিতে রাখুন। যদেনি তিনি জীবতি হয়ে পুনরুত্থতি হবনে সদেনিও তাকে শান্তিতে রাখুন'। আমার এ দোয়াটি কি সঠিক?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এই দুনিয়ার জীবনে এমন কটে নই যে তার নিজরে ব্যাপারে, তার পরিবাররে ব্যাপারে, তার প্রিয়জনরে ব্যাপারে কবি তার সম্পদরে ব্যাপারে মুসবিত থেকে নিরাপদ।

মুনিরে উপর ওয়াজবি হচ্ছে এমন কোন মুসবিতে আক্রান্ত হলে ধরৈয় ধারণ করা। আর যদি সন্তুষ্টির স্তরে উন্নীত হতে পারে তাহলে সটে আরও অধিকতর পরপূর্ণ, উত্তম ও অধিক সওয়াবরে। ইতপূর্বে ধরৈয় ও সন্তুষ্টি এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য 219462 নং প্রশ্নোত্তরে তুলে ধরা হয়েছে।



আপনি কোন কোন সময় যা অনুভব করেন এটি ধরিয়ে পরপিন্থী নয়। যহেতে এটি কবেলমাত্র অভ্যন্তরীণ অনুভূতি; এটি শরীয়ত পরপিন্থী কথা বা কাজ হিসেবে প্রকাশ পায়নি; উদাহরণ বলিাপ করা, কাপড়চোপড় ছিড়ে ফেলা ইত্যাদি।

মানুষ যখন তার একান্ত আপনজনকে হারায় তখন প্রচণ্ড দুঃখরে এ অনুভূতি মানুষরে এখতিয়াররে বাইরে এসে যায়; যমেনটি আপনার অবস্থা।

তবে একজন মুসলমিরে করণীয় হচ্ছে এই দুঃখকে বাড়তে না দয়ো, এই দুঃখরে সাথে অগ্রসর না হওয়া; যাতে করে এই দুঃখ তার জীবনরে উপর ও ইবাদত-বন্দগীর উপর প্রভাব ফলেতে না পারে। আপনি বেশি সময় একাকী থাকবনে না। এসব দুঃখ নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করবনে না। উপকারী কোন কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। আপনি দুঃখ যাতনার মধ্যবে বন্দহিয়ে পড়বনে না; য়ে দুঃখগুলকে শয়তান চাঙ্গা করে তোলে। যাতে করে মুসলমি ব্যক্তি ভারাক্রান্ত ও বদেনাগ্রস্ত হয়ে বসে থাকে। কারণ কোন মুসলমিরে মনে দুঃখ ঢুকাতে পারলে শয়তান খুশি হয়। আল্লাহ তাআলা বলনে: “(কাফরেদেরে) এই গোপন পরামর্শ তে শয়তানরে পক্ষ থেকে; মুমনিদেরকে দুঃখ দেওয়ার জন্য; তবে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া সে তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। অতএব মুমনিরা যনে আল্লাহর ওপর ভরসা করে।”[সূরা মুজাদালা, আয়াত: ১০]

আপনি সন্তুষ্টির স্তরে পৌঁছতে পারবনে এভাবে য়ে, আপনি যদি সবসময় চিন্তা করেন য়ে, এটি আল্লাহ লখি রেখেছেন। এটি ঘটতই ঘটত। দুঃখ করলেও এই মুসবিত দূর হবে না। বরং আরও বাড়বে।

যদি সবসময় আল্লাহর সন্তুষ্টির সওয়াবরে চিন্তা মাথায় রাখনে। “যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট হয় তার জন্য রয়েছে সন্তুষ্টি”। আল্লাহ তার বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার চয়ে মহান আর কিছু নই।

আপনি আপনার বাবার জন্য য়ে দোয়াটি করনে সটে একটি ভালো দোয়া। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যনে আপনার দোয়া কবুল করনে এবং আপনাকে য়ে মুসবিতে আক্রান্ত করছেন এর উত্তম বদলা দনে।

আল্লাহই সর্ববজ্ঞঃ।